মঙ্গলবারের পূর্বাভাস (আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে)

বালুরঘাট ঃ সর্বনিম্ন ২৩.০° সর্বোচ্চ ৩৩.০°
মালদা ঃ সর্বনিম্ন ২৪.০°, সর্বোচ্চ ৩৩.৮°
রায়গঞ্জ ঃ সর্বনিম্ন ২২.৬°, সর্বোচ্চ ৩২.১°

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৭ এপ্রিল ২০১৮ তেরো

ধর্ষকদের শাস্তির দাবিতে মালদা শহরে মিছিল। –সংবাদচিত্র

ধর্ষকদের বাড়িতে জুতো পাঠাবে বালুরঘাট

মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ কাঠুয়া ও উন্নাও গণধর্ষণ কাণ্ডে প্রতিবাদের ঝড় আছড়ে পড়ল মালদা ও বালুরঘাটে। সোমবার বিকালে মালদা শহরে বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন মালদা জেলা সিভিক সোসাইটির উদ্যোগে একটি মৌন মিছিল বের হয়। একই দিনে বালুরঘাট শহরে ফেসবুক কাণ্ডে প্রতিবাদী দেবজিৎ রায়ের উদ্যোগে একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। যে কর্মসূচিতে রয়েছে পরিত্যক্ত জুতো, চপ্পল সংগ্রহ। সংগৃহীত চপ্পল, জুতো পাঠানো হবে অভিযুক্তদের বাড়িতে।

এদিন বিকাল ৫টা নাগাদ মালদা শহরের প্রশাসনিক ভবন চত্বর এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ নাজিবুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের জাহির হোসেন সহ বহু বিশিষ্টজনেরা। মিছিল শুরুর আগে নাজিবুর রহমান বলেন, কাঠুয়া ও উন্নাও-এ দুই কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়। এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা চাই ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। একই সঙ্গে শাস্তি চাই তাদেরও, যারা এই ঘটনাগুলিতে ধর্ষকদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। মিছিলটি এদিন মালদা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

মালদায় পথে বুদ্ধিজীবীরা

অন্যদিকে, আসিফা কাণ্ডের প্রতিবাদে শামিল এবার বালুরঘাটও। পরিত্যক্ত জুতো, চপ্পল অভিযুক্তদের বাড়িতে পাঠাবার উদ্যোগ নেওয়া হল। ফেসবুক কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া প্রতিবাদী দেবজিৎ রায়ের উদ্যোগেই এক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কলকাতার কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও দেবজিতের ফেসবুক বন্ধুরা এই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন বলে আশা তাঁর। আগামী বৃহস্পতিবার শহরের ডানলপ মোড়ে বস্তা নিয়ে হাজির থাকবেন দেবজিৎ ও তাঁর বন্ধুরা। সেখানেই চলবে জুতো সংগ্রহ। এরপর সেগুলি ক্যুরিয়ার করে ধর্ষণে অভিযুক্তদের বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হবে বলে জানান দেবজিৎ।

দেবজিৎ রায় বলেন, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা হয়েছে কাশ্মীরে। অথচ একদল মানুষ ধর্ষকদের সমর্থনে ভারতের পতাকা ব্যবহার করে পথে নামছেন। প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা চলছে। তবে আইনের ওপর ভরসা রয়েছে আমাদের। এই ধর্ষক ও খুনিদের জুতো মারা দরকার। তাই প্রতীকী জুতো মারতে বালুরঘাট থেকে জুতো পাঠাব আমরা।

মালদায় থমকে রয়েছে মাজারের সৌন্দর্যায়ন

অনশনের হুমকি মোতুয়ালি সদস্যদের

মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রায় ২ বছর হল পিরোত্তর জাহানপির ওয়াকফ এস্টেটের ওপর সংখ্যালঘু ভবন গড়ে উঠেছে। মূলত সংখ্যালঘুদের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এক ছাদের তলায় আনতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মালদায় গড়ে ওঠে এই ভবন। ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু দপ্তর ও মাদ্রাসা বোর্ডের দপ্তর এই ভবনে চলে এসেছে। শীঘ্রই আসতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের রিজিওনাল অফিস এবং হজ অফিস। জাহানপির ওয়াকফ এস্টেটের মোতুয়ালি সদস্যদের অভিযোগ, পিরবাবার জমির ওপর এত বড়ো সরকারি ভবন হল অথচ ওই ভবনের নীচে অবস্থিত জাহানপিরের মাজারে সৌন্দার্যায়নের কাজ করতে দিচ্ছে না ইংরেজবাজার পুরসভা। পুরসভা শুধুমাত্র সুদৃশ্য মিনার তৈরির প্ল্যানে সম্মতি সূচক স্বাক্ষর করবে বলে জানিয়েছে। টাকা দেবে ওয়াকফ এস্টেট এবং সৌন্দর্যায়নের জন্য ১০ লক্ষ টাকা কমিটির হাতে রয়েছে। দুই বছর ধরে পুরসভা মোতুয়ালি সদস্যদের ঘোরাচ্ছে বলেও অভিযোগ। এরই মধ্যে ৩ পুরপ্রধান বদলেছে। কিন্তু অজানা কারণে আজও মাজারের সৌন্দর্যায়নের প্ল্যান পাস করেনি ইংরেজবাজার পুরসভা। এবার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জাহানপির ওয়াকফ এস্টেটের মোতুয়ালি সদস্যরা প্রতীকী অনশনের পথ বাছলেন। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যালঘু দপ্তরের সামনে অনশন মঞ্চ গড়ে প্রতীকী অনশন শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন জাহানপির ওয়াকফ এস্টেটের সম্পাদক হাসান আলি শাহ। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই অনশন মঞ্চে শুধু মোতুয়ালি সদস্যরাই নন, জেলার সর্বস্তরের সংখ্যালঘু মানুষ উপস্থিত থাকবেন। এরপরেও যদি পুর প্রশাসনের টনক না নড়ে, তবে আমরণ অনশনে যাবে এই কমিটি। যদিও ইংরেজবাজার পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান নীহাররঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন, আগে কী হয়েছে আমি জানি না। তবে পঞ্চায়েত ভোটের পরেই জাহানপির মাজার শরিফের সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করব।

মালদা শহরে জেলাশাসকের বাংলোর সামনে অবস্থিত জাহানপির মাজার ওয়াকফ এস্টেট। শহরের বুকে শতাব্দী প্রাচীন এই এস্টেটের ১৮ শতক জমি রয়েছে। এই জমিতেই রয়েছে জাহানপিরের মাজার। মহরম মাসের ১০ তারিখে উরসও হয়ে থাকে এখানে। এস্টেট পরিচালনা করেন মোতুয়ালি সদস্যরা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এস্টেটের জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছিল। ওয়াকফের জায়গায় বহু দোকানপাটও বেআইনিভাবে গজিয়ে উঠছিল। বর্তমান কমিটির উদ্যোগে জবরদখল আটকানো সম্ভব হলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ছিল। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় সংখ্যালঘু ভবন গড়ার কথা ঘোষণা করেন। এই ভবনে সংখ্যালঘু দপ্তর ছাড়াও মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের রিজিওনাল অফিস, মাদ্রাসা বোর্ডের অফিস ও পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের রিজিওনাল অফিস, হজ অফিস হবে এক ছাদের তলায়। ফলে সংখ্যালঘু মানুষদের বিভিন্ন কাজে আর দূরদূরান্ত যেতে হবে না। স্বভাবতই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশির আবহ তৈরি হয়েছিল সংখ্যালঘু মহলে। জমি চিহ্নিতকরণের জন্য মালদার তৎকালীন জেলাশাসক জাহানপির ওয়াকফ এস্টেট কমিটির সঙ্গে কথা বলেন। জবরদখল মুক্ত করে শহরের বুকে মাইনরিটি ভবন হলে তাঁদের আপত্তি নেই বলে জানিয়ে দেন মোতুয়ালির সদস্যরা। প্রস্তাব যায় রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে এবং অনুমোদনও হয়ে যায়। ২০১২ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হয় ভবন নির্মাণের কাজ। এই নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয় ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। সংখ্যালঘু দপ্তর ইংরেজবাজার পুরসভার মাধ্যমে ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন তৈরির কাজ সম্পন্ন করে। ২০১৬ সালে সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা মাইনরিটি দপ্তরের সূচনা করেন। কিন্তু দেখা যায়, মাইনরিটি ভবন তৈরি হলেও অবহেলিত থেকে গিয়েছে পিরবাবার মাজারটি। প্রায় দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও জাহানপিরের মাজারের সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়নি।

সৌন্দর্যায়নের অপেক্ষায় মাজার। –সংবাদচিত্র

জাহানপির ওয়াকফ এস্টেটের সভাপতি সামিম আনিশ জানান, এই ভবনের সঙ্গেই জাহানপিরের মাজারের কাজ হয়ে যাওয়ার কথা। মাজার সাজানোর জন্য জাহানপির ওয়াকফ এস্টেট তহবিল থেকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ করবে। পুরসভার কাছে আমরা এই প্ল্যান পাস করানোর জন্য দু'বছর আগে আবেদন করি। আমরা মাঝেমধ্যেই যাই। কিন্তু পুরপ্রধান বলেন, আজ না কাল। এভাবেই আমরা ঘুরতে থাকি। মাঝে জানানো হয়, আমাদের ফাইল নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কোনো সময় বলা হয়, ফাইল জেলাশাসকের কাছে রয়েছে। আমরা জেলাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু তিনি জানান, আমার কাছে পুরসভা এমন কোনো ফাইল পাঠায়নি। এভাবেই জাহানপিরের মাজার শরিফের কাজ আটকে রেখেছে ইংরেজবাজার পুরসভা। বাধ্য হয়ে আমরা অনশনের পথ বেছেছি। আগামী সোমবার আমরা প্রতীকী অনশনে বসব। আমাদের দাবি মানা না হলে আমরণ অনশনের পথে যাব।

পুরপ্রধান নীহাররঞ্জন ঘোষ বলেন, আমি জাহানপির ওয়াকফ এস্টেট কমিটির সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করব। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে মাজারের সৌন্দর্যায়নে সাহায্যের হাত বাড়াব।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক চিকিৎসকের। রবিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন উদয়পুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জখম চিকিৎসককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় রায়গঞ্জ শহরের উদয়পুর এলাকায়। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই বাইক আরোহী চিকিৎসকের নাম গৌরব বসাক (২৫)। তিনি ছিলেন কলকাতা এনআরএস হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব উকিলপাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, এদিন বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে আচমকা বাইকের সামনে চলে আসে একটি টোটো। তাতেই ঘটে এই বিপত্তি। ঘটনাস্থলে যায় রায়গঞ্জ থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। দুর্ঘটনাগ্রস্ত রাজ্য সড়ক অবরোধ মুক্ত করে পুলিশ। যদিও টোটো ও টোটোচালককে আটক করতে পারেনি পুলিশ। এদিন রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে ওই চিকিৎসকের ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের পক্ষ থেকে ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা করে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতের ভাই এবং বোনেরা ভিনরাজ্যে কর্মরত। তাঁরা ফিরে এলে মৃতদেহ সৎকার করা হবে। এদিন দুপুরে হাসপাতাল ক্যাম্পাসে আসেন রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস, বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত, করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু মুখার্জি প্রমুখ।

অপহরণের আশঙ্কা যুবতিকে, পুলিশের দ্বারস্থ হলেন মা

পুরাতন মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ এক যুবতির নিখোঁজ হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদার বালিয়া নবাবগঞ্জে। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে মালদা থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেছেন মা। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, পুরাতন মালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বছর কুড়ির ওই যুবতি গত ৭ এপ্রিল থেকেই নিখোঁজ। ওই দিন গাজোলে পিসির বাড়ি যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হলেও সে পিসির বাড়ি যায়নি। এরপর বাড়ির লোকজন খোঁজ শুরু করলেও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। মোবাইলে ফোন করলেও যোগাযোগ করা যায়নি। অগত্যা ১২ এপ্রিল মালদা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়ারি করা হয়। মা জানান, তাঁর স্বামী পেটের টানে দীর্ঘদিন ধরেই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। ওই যুবতি তাঁদের একমাত্র মেয়ে। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়াশোনার পর আর সে লেখাপড়া করেনি। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রেরও সন্ধান করছিলেন পরিবারের মানুষজন। মায়ের অভিযোগ, প্রায় মাসখানেক আগে শুভঙ্কর নামে এক ব্যক্তি নিজেকে সামসীর একটি হাইস্কুলের শিক্ষক পরিচয় দিয়ে মেয়েকে দেখতে আসেন। এমনকি তাঁদের দু'জনের মধ্যে ফোনেও কথা হত বলে জানিয়েছেন মা। তবে শুভঙ্কর নামে ওই যুবকের ঠিকানায় গেলেও তার কোনো খোঁজ মেলেনি। এমনকি নিখোঁজ যুবতির পরিবার জানতে পারে সামসীর কোনো স্কুলেই শুভঙ্কর শিক্ষক হিসাবে কাজ করে না। এও জানা যায়, শুভঙ্করের প্রকৃত নাম সুবোধ সরকার। প্রতারণা হতে পারে আশঙ্কা করেই মেয়েকে ওই ব্যক্তির সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে ওই যুবকের সঙ্গে মেয়ের প্রায়ই কথা হত বলে জানিয়েছেন তিনি। মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর থেকে অভিযুক্ত ওই যুবক ও মেয়ের ফোন বন্ধ থাকায় সন্দেহ আরো বাড়ে। মালদা থানায় মা যে অভিযোগ জানিয়েছেন, তাতে সুবোধ সরকার নামে ওই যুবক মেয়েকে অপহরণ করে পাচার করে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

অভিযোগপত্র হাতে মা।–রেজাউল হক

গ্রিন সিটি প্রকল্পে বালুরঘাটে বরাদ্দ ৫ কোটি

বালুরঘাট, ১৬ এপ্রিল ঃ আগামী মে মাস থেকেই বালুরঘাট শহরের ভোল বদলানোর উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। আধুনিকমানের ঝাঁ চকচকে শহর গড়তে রাজ্য সরকারের পুর বিষয়ক দপ্তরের তরফে প্রায় ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পুরসভাকে। গ্রিন সিটি মিশনের আওতাভুক্ত নানা প্রকল্পের জন্যই ওই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ অর্থের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আগামী মে মাস থেকেই কাজের বাস্তবায়ন শুরু হবে বলে জানা গেছে। কাজগুলি সমাপ্ত হওয়ার পর বালুরঘাটের ভোল পালটে যাবে বলে আশাবাদী পুর কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের আগস্ট মাসেই বালুরঘাট পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এর মধ্যেই নির্বাচন প্রক্রিয়া হওয়ার কথা। তার আগেই পুরসভা তাদের উন্নয়নমূলক কাজগুলি শেষ করতে মরিয়া। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারের গ্রিন সিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে পুরসভাকে।

জানা গেছে, গ্রিন সিটি মিশনের আওতায় বালুরঘাট শহরকে উন্নত পথবাতি, রাস্তা, সবুজায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সাজিয়ে তোলার লক্ষ নেওয়া হয়েছে। নানা ভাগে ভাগ করে প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য, গ্রিন করিডর জোন তৈরি। বালুরঘাটে ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে ওই ৩টি জোন তৈরি করা হবে। প্রতি জোনের জন্য আলাদা বরাদ্দ পেয়েছে বালুরঘাট পুরসভা।

গ্রিন করিডর ১ নম্বর জোনের (বালুরঘাট ট্র্যাংক মোড় থেকে মঙ্গলপুর পর্যন্ত ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক) জন্য ৫৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯১৮ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দ্বিতীয় জোনের (মঙ্গলপুর থেকে ট্র্যাংক মোড় ভায়া ডানলপ মোড় পূর্তদপ্তরের রাস্তা) জন্য ৭৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৭১ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

এই দুই জোনের জন্য রাস্তার দু'ধার সাজানোর কাজ হবে। বসানো হবে ওয়েলকাম বোর্ড, বিশ্ববাংলা লোগো, বসার জায়গা, ট্রাফিক বুথ, খেলার সামগ্রী ইত্যাদি। নানাভাবে রাস্তার দু'ধার সাজিয়ে তোলা হবে। তৃতীয় জোনটি হবে আত্রেয়ী নদীর বাঁধে। কল্যাণী ঘাট থেকে চকভবানী শ্মশান পর্যন্ত বাঁধ রাস্তাটিকে আধুনিকমানের করতে বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৬ টাকা। শৌচাগার, পার্কিং, বসার জায়গা ইত্যাদি তৈরি করা হবে ওই টাকায়। এলাকাগুলি আলোকোজ্জ্বলও করে তোলা হবে।

গ্রিন করিডর জোন বাদেও শহরময় গ্রিন সিটি প্রকল্পের অধীনে শুরু হচ্ছে কাজ। শহর জুড়ে প্রায় ২৫টি হাইমাস্ট লাইট বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আপাতত ৭টি বসানো হচ্ছে। শহর জুড়ে ৭টি এলইডি টিভি স্ক্রিন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ডানলপ মোড়ে টিভি বসানোর কাজ শেষ পর্যায়ে। ওই স্ক্রিনের মধ্য দিয়ে পুরসভার খরচ সংক্রান্ত তথ্য, আগামী প্রস্তুতি ইত্যাদি ডিসপ্লে করা হবে। শহরে পুর বাসস্ট্যান্ডের পর রঘুনাথপুরেও এসি যাত্রী প্রতিক্ষালয় গড়ার কাজ শুরু হচ্ছে। আগামী মে মাস থেকে এই কাজকর্ম শুরু হলেও, জুলাই মাসের মধ্যেই এক অন্য শহর দেখতে পাবে বাসিন্দারা বলে আশাবাদী চেয়ারম্যান রাজেন শীল।

ট্রফি হাতে বিজয়ী দল। –সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জে কুইজ

রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ রবিবার শেষ হল রায়গঞ্জ ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হওয়া কুইজ প্রিমিয়ার লিগ। রবিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় কিউপিএল-এর চূড়ান্ত পর্ব শেষ হয়। এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস। ৮টি দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জয়ী হয় রিপাবলিক অফ কুইজ দল। এই দলের সদস্য শৌমিক চৌধুরি, পারমিতা রায়, সায়নদীপ দে, দেবাঞ্জন ঘোষ, দিব্যজ্যোতি ঘোষ, অনীশ রায় বর্মন, অর্ণব দে সরকার, অদ্বিতীয় মৈত্র এদের অনবদ্য পারফরম্যান্স সকলকে মুগ্ধ করেছে। শ্রেষ্ঠ কুইজারের পুরস্কার পেয়েছে অদ্বিতীয় মৈত্র। জয়ীদের হাতে ট্রফি ও স্মারক তুলে দেন পুরপ্রধান সন্দীপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, রায়গঞ্জের কিউপিএল অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি। এই অনুষ্ঠান আরো এগিয়ে যাক।